বৈয়াকরণসিদ্ধান্ত-কৌমুদী

অচ্‌সন্ধিপ্রকরণম্

(সূত্র—সূত্রচ্ছেদ-বৃত্তি-বঙ্গার্থ-সন্ধিসাধন-
বালমনোরমাটীকা-সংবলিতম্)

ব্যাকরণাচার্য্য
ডঃ শ্রীবিশ্বরঞ্জন পাণ্ডা
বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
প্রাধ্যাপক
দি সংস্কৃত কলেজ্ এণ্ড্ ইউনিভার্সিটি
কলকাতা

সংস্কৃত বুক ডিপো
২৮/১, বিধান সরণী
কলকাতা-৭০০ ০০৬

Prof. ***Dr. Biswaranjan Panda***
Assistant Professor, W.B.E.S.
The Sanskrit College and University
1, B.C. Street, Kolkata-70073

Ref. No :

Date : .....

মুখবন্ধ

সম্ উপসর্গ পূর্বক 'ধা' ধাতুর উত্তর 'কি' প্রত্যয় যোগে 'সন্ধি' শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহা ইকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ। যাহার অর্থ হইল মিলন। সন্ধির অপর নাম হইল সংহিতা—সম্ + ধা + ক্ত + টাপ্। ডুধাঞ্—ধারণপোষণয়োঃ—'ধা' ধাতুর অর্থ হইল ধারণ কিম্বা পোষণ করা। সম্যক্ রূপে ধারণ করাই হইল সন্ধি। সংযোগ। সন্ধি হইল বর্ণবিধি। ব্যাকরণ তথা শব্দানুশাসনে সন্ধি বলিতে বুঝি বর্ণদ্বয়জাত বর্ণবিকারবিশেষ অর্থাৎ স্বরের সহিত স্বরের এবং ব্যঞ্জন বা স্বরের সহিত ব্যঞ্জনের সংশ্লেষকে সন্ধি বলে। 'অর্ধমাত্রোচ্চারণ কালেনাব্যবহিতয়োঃ বর্ণয়োর্দ্রুততরোচ্চারণং সন্ধিঃ। সুতরাং 'শ্লোকার্ধয়োমন্ত্রার্ধয়োর্বা ন সন্ধিঃ, অত্রার্দ্ধমাত্রোচ্চারণকালব্যবধানস্যোচিতত্বাৎ। অর্থাৎ অর্ধমাত্রার উচ্চারণকালদ্বারা অব্যবহিত বর্ণদ্বয়ের যে দ্রুততর উচ্চারণ তাহার নাম সন্ধি, কারণ তৎ তৎ স্থলে অর্ধমাত্রোচ্চারণকালের ব্যবধানই উপদিষ্ট। সন্ধিমূলতঃ পঞ্চধা—

(১) অচ্ সন্ধি (স্বরসন্ধি)

(২) হল্ সন্ধি (ব্যঞ্জনসন্ধি)

(৩) বিসর্গসন্ধি

(৪) স্বাদিসন্ধি

(৫) অনুস্বার সন্ধি

পাঁচপ্রকার বর্ণের স্থানে সন্ধিরূপ বর্ণসন্ধান হইয়া থাকে। প্রথম ত্রিবিধ তথা অচ্‌সন্ধি, হল্‌ সন্ধি ও বিসর্গসন্ধি লোকে প্রসিদ্ধ চতুর্থ সন্ধি হইল স্বাদিসন্ধি। স্বাদিবিভক্তিকে কেন্দ্র করিয়া এই সন্ধি সম্পন্ন হয়। পঞ্চমসন্ধি হইল অনুস্বার সন্ধি। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন পঞ্চমসন্ধি হইল প্রকৃতিভাব সন্ধি। সন্ধি শব্দের অর্থই যদি মিলন বা সংযোগ হয়, তাহা হইলে প্রকৃতিভাবরূপে তাহা অভাব হেতু প্রকৃতিভাবকে সন্ধি বলিতে অস্বীকার করেন। প্রাচীন ঋষিরা বলেন—**'পরঃ সন্নিকর্ষঃ সংহিতা'। পদপ্রকৃতিঃ সংহিতা।** ঋষিদের এই দুইটি বাক্য যাস্কের নিরুক্তে উদ্ধৃত হইয়াছে। 'পরঃ সন্নিকর্ষঃ সংহিতা' সম্বন্ধে দুর্গাচার্য বলিয়াছেন—'পরঃ প্রকৃষ্টো যঃ সন্নিকর্ষঃ সংশ্লেষঃ, পরস্পরেণ স্বরাণাং স্বরাধিরূঢ়ানাং চ ব্যঞ্জনানাং সা সংহিতেত্যুচ্যতে। ভগবান্‌ আচার্য পাণিনি পূর্বাচার্য্যের স্মৃতির অনুস্মরণ করিয়া **'পরঃ সন্নিকর্ষঃ সংহিতা'** (১/৪/১০৯) সূত্র রচনা করিলেন। বৈদিকমন্ত্রসমূহ 'সংহিতা' রূপেই ঋষিরা দর্শন করিয়াছিলেন। সন্ধি করিয়াই বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়।

অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্‌। ইত্যাদি সন্ধির জ্ঞান ব্যতীত বৈদিক মন্ত্রের পদপাঠ ইত্যাদি অসম্ভব। বৈদিক মন্ত্র—ত্রিধা প্রকৃতিপাঠ এবং অষ্টধা বিকৃতি পাঠ। উভয়বিধ পাঠ সন্ধিজ্ঞান ব্যতীত—পাঠ সম্ভব নহে। এমনকি সংস্কৃতক্ষেত্রে অধ্যয়ন দুষ্করই। পদ্যে অথবা গদ্যে পদবিচ্ছেদ বিনা কীরূপে অর্থ বোধগম্য হইবে? সুতরাং পদচ্ছেদ সন্ধিজ্ঞানমূলক। সমাসাদি সমস্তপদে সন্ধি নিত্য হইয়া থাকে। বাক্যব্যবহারে সন্ধির জ্ঞান ব্যতীত কীরূপে বাক্য-ব্যবহার নির্বাহ হইবে? সুতরাং সন্ধিজ্ঞান অপরিহার্য।

অচ্‌ সন্ধিমূলতঃ অষ্টবিধ। যথা—

১) যণ্‌সন্ধি—

২) যান্তবান্তাদেশসন্ধি—

৩) গুণসন্ধি—

৪) বৃদ্ধিসন্ধি—

৫) সবর্ণ দীর্ঘ সন্ধি—

৬) পূর্বরূপসন্ধি—

৭) পররূপসন্ধি—

৮) প্রকৃতিভাবসন্ধি—

শ্লোকাকারে অচ্‌ সন্ধি নিরূপণ করা হইল—

'অকোঽকি দীর্ঘসন্ধিমাহুরাদ্‌গুণো ভবেদিকি,
ত্ববর্ণ এচি বৃদ্ধিমেত্বিকো যণচ্যয়াদয়ঃ স্যুরেচ
এঙ এত্যতি প্রপূর্বতা পদান্তগাৎ,
সদা দ্বিতীয়মীত্বমূত্বমেত্বমেতি নান্যতাম্‌।।

অর্থাৎ অক্‌ (অ ই উ ঋ ঌ) বর্ণের পর 'অক্‌' বর্ণ থাকিলে যথাক্রমে মিলিত হইয়া দীর্ঘ বর্ণ হয়। অ (অ/আ) বর্ণের পর ইক্‌ (ই উ ঋ ঌ) বর্ণ থাকিলে গুণ (অ, এ, ও) সন্ধি হয়। অ-বর্ণের পর এচ্‌ (এ ও ঐ ঔ) বর্ণ থাকিলে বৃদ্ধি (আ, ঐ, ঔ) সন্ধি হয়। ইক্‌ (ই উ ঋ ঌ) বর্ণের স্থানে যথাক্রমে যণ্‌ (য্‌ ব্‌ র্‌ ল্‌) বর্ণ হয় সবর্ণ ভিন্ন অচ্‌ (স্বর)বর্ণ পরে থাকিলে। এচ্‌ (এ, ও, ঐ, ঔ) বর্ণের স্থানে যথাক্রমে অয়্‌, অব্‌, আয়্‌, আব্‌, আদেশ হয় অচ্‌ (স্বর) বর্ণ পরে থাকলে। পদান্ত এঙ্‌ (এ, ও) বর্ণের পর হ্রস্ব অকার থাকিলে পূর্বপর মিলিত হইয়া পূর্বরূপ একাদেশ হয়। দ্বিবচনে ঈ, ঊ, এ থাকিলে কোনোরূপ বিকৃতি হয় না। শ্রীভট্টোজি দীক্ষিত প্রণীত বৈয়াকরণ সিদ্ধান্ত কৌমুদীর অচ্‌ সন্ধি প্রকরণ অবলম্বন করিয়া বহু বিদগ্ধ পূর্বাচার্যরা বঙ্গভাষায় আলোচনা করিলেও আমার এই আলোচনা তাঁহাদের স্পর্শ অনুভব করিতে ইচ্ছা করে। এই গ্রন্থে টীকা-টীপ্পনীর দুরূহ অংশ যথাসম্ভব সরলীকরণে প্রয়াস হইয়াছি। যথাসম্ভব সসূত্র সন্ধি প্রদর্শনে যত্নশীল হইয়াছি।

এই পুস্তকটি প্রথম শিক্ষার্থী হইতে স্নাতক/স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীর সুখপাঠ্য হইবে ইহা আশা করি। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ব্যাকরণ পাঠ্য-ক্রমে অচ্‌ সন্ধি প্রকরণ পাঠ্যরূপে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

এই গ্রন্থটি সেই পরমস্নেহের ছাত্র/ছাত্রীদের কিঞ্চিন্মাত্র উপকারে লাগিলে আমার এই প্রভূত শ্রম সার্থক মনে করিব।

পরিশেষে স্বীকার্য যে, প্রকাশক হিসাবে সংস্কৃত বুক ডিপো—ইহার কর্ণধার শ্রীযুক্ত অভয় বর্মণ মহাশয়কে অভিনন্দন জানাই।

বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও মুদ্রণ প্রমাদ ও অন্যান্য ত্রুটি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা গেল না। আশা করি এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিকে সংস্কৃতানুরাগী পাঠকরা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখিবেন। গ্রন্থের উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য যে-কোনো প্রকার পরামর্শ সাদরে গৃহীত হইবে। শিবমস্তু।

ইতি—

শ্রীবিশ্বরঞ্জন পাণ্ডা
দি সংস্কৃত কলেজ এন্ড ইউনিভার্সিটি
কলকাতা—৭৩

'জানকী নিবাস'
মধ্যমগ্রাম,
কলকাতা—১২৯